[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সরিয়াজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাব মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম।

এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউপি সদস্য মোঃ আশাদুল হক, মোঃ আরফি হোসেন, মোঃ মকবুল হোসেন এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মোছাঃ আনজুমান আরা, সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটসের নির্বাহী পরিচালক আবু আবেদিন প্রমুখ।

আলোচনায় তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে বরাদ্দ রাখার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।
এ সময় প্রধান অতিথি সরিয়াজুল ইসলাম ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে বরাদ্দ রাখার ঘোষণা দেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালিত

“দুগ্ধের অপার শক্তিতে মেতে উঠি এক সাথে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে পালিত হয়েছে বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২৫।

দিবসটি উপলক্ষে রবিবার (১ জুন) মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ চত্বরে সকাল ১০টায় বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. সুব্রত কুমার ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান।

ভেটেরিনারি সার্জন ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুজিবনগর ইউএলও ডা. হামিদুল আবিদ, গাংনী ইউএলও ডা.

মোতালেব হোসেনসহ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং জেলার বিভিন্ন গরু ও ছাগল খামারিরা।

বক্তারা দুধের পুষ্টিগুণ, অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং নিরাপদ ও মানসম্মত দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া খামারিদের জন্য সরকারের বিভিন্ন সহায়তা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজনের আহ্বান জানান।

আলোচনা সভার আগে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের সামনে এসে শেষ হয়।

গাংনীতে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা শুরু

“কৃষিই সমৃদ্ধি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা। যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করা হয় রোববার (১ জুন) দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন। প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা।

মেলায় মোট ১৪টি স্টল অংশ নিয়েছে। এতে কৃষি প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, জৈব সার, উন্নত জাতের বীজসহ নানা উদ্ভাবন ও কৃষি-সম্পর্কিত সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে। স্থানীয় কৃষক, উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, “এই মেলার উদ্দেশ্য কৃষকদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করানো, টেকসই

প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং ফসল উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।”

প্রধান অতিথি ইউএনও আনোয়ার হোসেন বলেন, “কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। সরকার সব সময় কৃষকদের পাশে আছে। প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।”

জানা গেছে, ৩ জুন পর্যন্ত চলবে এ মেলা। প্রতিদিন বিকেলে কৃষি বিষয়ক সেমিনার, চাষাবাদ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও কৃষকদের উদ্ভাবনী চর্চা শেয়ারিং সেশন অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

শহরজুড়ে ময়লা ও আবর্জনায় সয়লাব

দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা মেহেরপুর পৌরসভা। ১৮৫৯ সালের ১৫ এপ্রিল পৌরসভা গঠিত হয় দেশের চতুর্থ পৌরসভা হিসেবে। ১৯৯১ সালে ২য় শ্রেণি এবং ২০০১ সালে এটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে।

অথচ আজ এই শহরটা ডুবে আছে ময়লা-আবর্জনার পাহাড়ে। শহরের অলিগলি, বাজার, প্রধান সড়ক সবখানেই যেন বর্জ্যের দখলদারি। ডাস্টবিন নেই যথেষ্ট, যেটুকু আছে, সেগুলোরও পরিচর্যা নেই। প্রতিদিনের জমে থাকা ময়লা শহরের পরিবেশ দূষণ করছে, ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ, বাড়াচ্ছে রোগজীবাণুর উপদ্রব।

শহরের চারপাশে শুধু ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধ, তবে প্রশ্ন হলো, এই অবস্থা কাদের জন্য? রাস্তার পাশে ময়লা ফেলে দেওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার নিয়ম মানেন না অনেকেই।

অন্যদিকে, পৌরসভার চরম উদাসীনতা বছরের পর বছর ধরে অভিযোগ করার পরও নেই কোনো কার্যকরী উদ্যোগ। যেখানে ডাস্টবিন থাকার কথা, সেখানে শুধু ফাঁকা জায়গা। প্রতিদিন ময়লা না তোলা, পরিচ্ছন্ন

কর্মীদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না দেওয়া সবই পৌরসভার গাফিলতির ফল।

গড়পাড়া এলাকার বাসিন্দা আসিফ খন্দকার বলেন, আসলে ছোট্ট এই মেহেরপুর শহরটিকে ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখা খুব কঠিন কিছু নয়। গড়পাড়ার মতো এলাকাতেও আগেও দেখেছি, এখনও দেখি ডাস্টবিন আছে, কিন্তু রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে এখন ময়লা ও আবর্জনার স্তুপ। এটা শুধু পৌরসভার একার দোষ নয়। একটা বড় সমস্যা হচ্ছে রাস্তার গরুগুলো। দেখে মনে হয় এদের কোনো মালিকই নেই সারাদিনরাত রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আর ডাস্টবিনগুলোতে হামলা চালায়। তারা ময়লা টেনে বাইরে ছড়িয়ে ফেলে। তখন মানুষজন আর ডাস্টবিনে না ফেলে, সেই ছড়িয়ে থাকা ময়লার মধ্যেই ময়লা ফেলে দেন। এতে করে চারপাশে দুর্গন্ধ আরও বেড়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, এলাকাভিত্তিকভাবে আমরা যদি সচেতন না হই, তাহলে এই শহরটাকে কখনোই গুছিয়ে রাখা সম্ভব না। পৌরসভার যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি আমাদের, সাধারণ নাগরিকদেরও দায়িত্ব আছে। নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলতে হবে, সচেতন হতে হবে।

পৌরসভারও গাফিলতি আছে তারা নিয়মিত ময়লা তোলে না। ময়লা তোলে বললেও, পুরোপুরি নেয় না। বিশেষ করে বড় বাজার আর কাঁচাবাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ময়লা পড়ে থাকে। আমি কখনো দেখিনি মেইন রোডের বাইরে এগুলো পরিষ্কার করতে। এই টুকুই তাদের কাজ বলে মনে হয়।

বড় বাজারের বাসিন্দা দুদু মিয়া বলেন, সকালে নির্দিষ্ট সময়ে পৌরসভার গাড়ি আমাদের এলাকার ময়লা নিতে আসে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিকাল হওয়ার পর থেকেই কিছু মানুষ আবার সেই একই জায়গায় ময়লা ফেলে দিয়ে চলে যায়। এতে করে জায়গাটা আবারও নোংরা হয়ে যায়, চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়ায়, পরিবেশ দূষিত হয়।

যতদিন না এলাকার মানুষ নিজেরা সচেতন হবে, ততদিন এই অবস্থা থেকে বের হওয়া সম্ভব না। শুধু পৌরসভার ওপর দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। আমাদের নিজেদেরও দায়িত্ব নিতে হবে, নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময় ও জায়গায় ময়লা ফেলতে হবে। নইলে পুরো শহরটাই নোংরা হয়ে থাকবে।

পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিয়ে মল্লিকপাড়ার বাসিন্দাদের মাঝে দেখা দিয়েছে চরম ক্ষোভ ও হতাশা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এক সময় নিয়মিত ময়লা অপসারণ হলেও বর্তমানে তা অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

মল্লিকপাড়ার একজন বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যা দেখছি, ৫ই আগস্টের আগে পৌরসভার গাড়ি একদিন পর পর ময়লা নিতে আসত। কিন্তু এখন চার-পাঁচ দিন পর পর এসে ওই নোংরা তুলে নিয়ে যায়। এতে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

রাস্তার গরুগুলোও বড় সমস্যা। যেখানেই ময়লা রাখা হয়, ওরা তা ছড়িয়ে ফেলে। আর মানুষজনও যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে। বাধ্য হয়ে আমি আমার বাড়ির সামনে লিখে টাঙিয়েছি ‘আমার এখানে ময়লা ফেলবেন না।’ কিন্তু কেউ তো শুনে না। উল্টো আমাকে এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটিতেও জড়াতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মল্লিকপাড়া তো একটা ভিআইপি এলাকা। কিন্তু এর এখনকার অবস্থা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। আগে যেভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকত, এখন তেমন নেই। পৌরসভার যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা কী করছেন, সেটাই আমি বুঝে উঠতে পারি না।

একই এলাকার আতিকুর রহমান বলেন,ময়লা-আবর্জনা ফেলার যেসব জায়গা আছে, সেগুলো বেশ ঢুককো। ফলে খুব সহজেই সেই ময়লাগুলো গরুর কবলে পড়ে যায়, ওরা তা টেনে বাইরে ছড়িয়ে ফেলে। এতে পরিবেশ আরও নোংরা হয়ে পড়ে।

তবে, এ সকল বিষয়ে পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনীর কমিটিতে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার অভিযোগ

মেহেরপুর ও গাংনীর বিএনপি’র কমিটিতে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন। গতকাল শনিবার বিকালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা কমিটিকে দিয়ে গাংনীতে বিএনপিকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না।

কমিটি নিয়ে এসে যেসব লোকদেরকে দিয়ে কমিটি বানানো হচ্ছে তাদের নামে তেমন উল্লেখযোগ্য মামলা-মোকদ্দমা নেই। এবং বিগত আওয়ামীলীগ শাসনামনলে তারা মাঠে ছিলনা।

গাংনীর মানুষের জন্য ন্যায্য দাবি আদায় করার অভ্যাস ও শক্তি আমাদের আছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি’র প্রবীণ নেতা আব্দুর রাজ্জাক মাস্টার।

বিএনপি নেতা মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলাম, রায়পুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, বিএনপি নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমা তারা খাতুন, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বিএনপি নেতা সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুর শহীদ, পৌর বিএনপি’র সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম কালাম, কৃষক দল নেতা গাফফার আলী, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক, তরিকুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদল সাবেক সভাপতি সোহেল আহমেদ, যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম, ইউসুফ আহমেদ, গাফফার আহমেদ, কাজীপুর ইউনিয়ন কৃষকদের নেতা আব্দুল মতিন, মিঠু আহমেদ সহ বিএনপি’র নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়নের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ বাজেট ঘোষণা করেন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (প্যানেল চেয়ারমান) সোহরাব উদ্দীন।

ঘোষিত বাজেটে মোট আয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪০ লাখ ৮৮ হাজার ৬৩৮ টাকা। বাজেট অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউপি সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উন্মুক্ত বাজেট অনুষ্ঠানে ঘোষিত বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক পরিসেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ইউনিয়নের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষি খাতে বাজেট বরাদ্দ কীভাবে ব্যায় হবে সে সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ পেয়ে থাকেন।

গাংনীতে ইমাম ও সুধীজনদের সঙ্গে জামায়াতের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে মসজিদের ইমাম ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৩১ মে) বিকেলে হাড়ভাঙা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কাজিপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আয়োজনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য ও দলীয়ভাবে মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মফিজুর রহমান, উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম এবং কাজিপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান অতিথি নাজমুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ইমামদের মসজিদের মিম্বার থেকে হক কথা বলার সাহস রাখতে হবে। কোরআন ও হাদিসের

আলোকে সমাজ ও দেশ গঠনে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।”

মতবিনিময় সভায় কাজিপুর ইউনিয়নের কয়েক শতাধিক ইমাম, মোয়াজ্জিন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. আনোয়ারুল করিম আর নেই

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানী ও লালন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আনোয়ারুল করিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আজ শনিবার (৩১ মে) দুপুর ১২টায় ঢাকার ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ড. আনোয়ারুল করিম বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গবেষণায় অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিরহংকারী শিক্ষক ও সমাজসেবক, যাঁর জ্ঞানের আলোর স্পর্শে শিক্ষার্থীরা আলোকিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ৩টায় তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে। তাঁর কন্যা দেশবাসীর কাছে বাবার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কামনা করেছেন।

লাঠি হাতে ফিরবো প্রয়োজনে, দেখবো কার হাতে কত শক্তি

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, এই কমিটির সুযোগ নিয়ে, এই অযোগ্য নেতৃত্বের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগের দোসরা বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় কমিটির সদস্য হচ্ছে। যারা কমিটি ও দল গোছানোর দায়িত্ব নিয়েছেন, তাদের সাবধান করি এইসব ফ্যাসিস্টের দোসরদের কমিটিতে প্রশ্রয় দিবেন না। যদি দেন, আমরা বাধ্য হবো ধরে নিয়ে থানায় জমা দিতে।

মনে রাখবেন, প্রতিরোধ করার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তা আমাদের আছে। হাজার হাজার মানুষ প্রয়োজন হলে লাঠি হাতে করে ফিরতে হবে দেখবো কাদের হাতে কত শক্তি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি (বীর উত্তম) জিয়াউর রহমানের ৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন মাসুদ অরুন।

তিনি আরো বলেন, আমরা জানি, আওয়ামী লীগের সেই নিপীড়নকারী শক্তি আমাদের কমিটির উপর ভর করে আমাদের নির্যাতিত মানুষদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ধৈর্যের সীমা আছে। প্রশাসনের মধ্যে এখনো আওয়ামী লীগের ভূত বাস করছে।

প্রশাসনকে বলি সতর্ক হবেন। ঈদের পর নাম ধরে ধরে ঘেরাও করা হবে। জনগণের বাইরে গিয়ে, মেহেরপুরের মানুষের স্বার্থের বাইরে গিয়ে কোনো কর্মকাণ্ড দল বা প্রশাসন কাউকে আমরা চালাতে দেব না, ইনশাল্লাহ।

আজ শনিবার (৩১ মে) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের দলে কিছু শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেই শহীদরা কবরে শহীদ হয়নি এখনো জীবিতই আছে! তারা বিরাট মুক্তিযোদ্ধা, আমি জানি না, তারা কোথায় যুদ্ধ করেছে।

আমরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৬-১৭ বছর যুদ্ধ করেছি, মাসুদ অরণ্যের নেতৃত্বে। যারা মিল্টনের আগে বক্তব্য দিতে নাক সিটকাত, তারা আজ মিলটনের ব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে, চা বয়ে বেড়াচ্ছে। এই হলো আমাদের সিনিয়র নেতা যারা কখনোই কোনো সংগ্রামী ছিল না।

যুবলীগের পদে আছে যুবলীগের সভাপতি সে হচ্ছে বিএনপির ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি। আমাদের আমঝুপিতে প্রতিরোধ হয়েছে, পরে রাতের আঁধারে কমিটি করেছে। একজনের নাম হয়েছে চঞ্চল সে সারা জীবন আওয়ামী লীগ করল। প্রতিটি আওয়ামী লীগের প্রোগ্রামে বুদ্ধিজীবী হিসেবে থাকতো। জীবনেও তাকে বিএনপির ধারের কাছেও দেখিনি। সে হয়েছে ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি।

আলোচনা সভায় জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট
মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিরসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।